শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকিং (SBB)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 250Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01917298482

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
1	***Module A: Principles of Islamic Economics and Banking***	**4-23**
2	***Module B: Deposit Mobilization Process***	**24-30**
3	***Module C: Finance and Investment in Islamic Banks***	**31-44**
4	***Module D: Foreign Exchange Operation of Islamic Bank***	**45-58**
5	***Module E: Fund and Capital Management in Islamic Banking***	**59-66**
6	***Module F: Accounting Standards and Supervisory Framework***	**67-80**
9	***Previous year Question***	**81-84**

MetaMentor Center

Syllabus-2024

Module A: Principles of Islamic Economics and Banking

- Islamic Economics Meaning, Source and Scope, Nature of Economic Law, Islam and other, Economic Systems, Consumption and Production in Islam, Distribution of Wealth in Islam, Trade and Commerce in Islam, Islamic Approach to Money, Banking and Monetary Policy.
- Interest in Islam, Meaning and Types of Riba, Conceptual Issues Related to Riba, Comparative, Analysis between Interest and Profit, Classical and Keynesian Views of Interest.
- Objectives and Functions of Islamic Banking, Operational Mechanism of Islamic Banking, System, Guarantee in Islamic Banking, Non-Banking Services of Islamic Banks, Islamic Bank and Central-Bank, Conventional vis-as-vis Islamic Banking.

Module B: Deposit Mobilization Process

- Al-Wadia and Al-Mudaraba Accounts their Characteristics and Mode of Operations; Hajj Deposit Account, Cash Waqf Account.

Module C: Finance and Investment in Islamic Banks

- Musharaka, Mudaraba, Bai Murabaha, Bai Muazzal, Bai Salam, Bai Al-Istisna, Hire Purchases, Hire Purchase Under Shirkatul Milk, Quard-e-Hasana, Lease Finance, Auction Investment, Syndicated Investment, Izara bil Baia, Muzara'a, Mugarasa, Musaqat.
- Specialized Financing Rural, Agro-, Micro and SME Finance their modes and operational procedures.
- Corporate Social Responsibilities Zakat, Sadaqa, Cash Waqf, Quard-e-Hasana.

Module D: Foreign Exchange Operation of Islamic Bank

- Import and Export Financing MIB, MTR, MPI; Methods of Trade Payments; Exchange Rates; Applicable Rates for FEX Operations; Offshore Banking discounting, UPAS, Deposit Collection, etc. under Islamic Modes; Export Development Fund, Refinancing Facilities from Bangladesh Bank.

Module E: Fund and Capital Management in Islamic Banking

- Asset-Liability Management (ALM), Liquidity Management, Liquidity versus Profitability, Liquidity Theories and Islamic Banking, Risk Management in Islamic Banks, Islamic Money Market, BGIBB Operation; Islamic bonds Mudaraba Perpetual Bond Mudaraba Subordinate Bond, Sukuk Bond.

MetaMentor Center

Module F: Accounting Standards and Supervisory Framework

- Central Banking in Islamic Framework, Monetary Policy in Islam Banking Supervision.
- Need for Shariah Supervisory Board Relationship with Board of Directors andCentral Bank, Role and Function of Shariah Supervising Board in Shariah Compliance.
- General Accounting Concepts; Accounting and Shariah Standards for Murabaha, Musharaka, Ijara, Bai Salam; AAOIFI Standards; Profit Distribution and Weight calculation
- Global and Bangladesh Practice of Islamic Banking.

মডিউল A:
ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর মূলনীতি

প্রশ্ন-০১. ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামী অর্থনীতির উৎস কি? [BPE-97th, BPE-98th]
অথবা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও। [BPE-96th]

ইসলামী অর্থনীতি হল ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থনীতির একটি ব্যবস্থা যা প্রাথমিকভাবে কুরআন এবং হাদিস (নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও বাণী) থেকে উদ্ভূত। এটি নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনের উপর জোর দেয়। নিম্নে এর মূল ধারণা অন্তর্ভুক্তকরা হলো:

1. **সুদের নিষেধাজ্ঞা (রিবা)** : ঋণের উপর সুদ নেওয়া বা পরিশোধ করা অনুমোদিত নয়।
2. **লাভ এবং ক্ষতি ভাগাভাগি** : অর্থনৈতিক লেনদেনগুলিকে লাভ এবং ক্ষতির ন্যায়সঙ্গত ভাগাভাগি করতে হবে।
3. **জাকাত** : সম্পদ করের একটি রূপ যা অভাবীদের সহায়তা করার জন্য সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করে।
4. **হালাল এবং হারাম** : এ কার্যক্রমগুলিকে অবশ্যই ইসলামিক আইন মেনে চলতে হবে যা হারাম হালাল থেকে তাকে আলাদা করে।

ইসলামিক অর্থনীতির উৎসের মধ্যে রয়েছে:

1. **কুরআন** : ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি প্রদান করে।
2. **হাদিস** : নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও অনুশীলন অর্থনৈতিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা
3. প্রদান করে।
4. **ইজমা:** ইসলামী পণ্ডিতদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, যা নতুন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে প্রয়োগ করতে সহায়তা করে।
5. **কিয়াস:** কুরআন ও হাদিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উদাহরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যা নতুন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

এই উৎস গুলি সামাজিক ন্যায়বিচার, নৈতিক অনুশীলন এবং মানব সম্প্রদায়ের উপর কল্যাণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে।

প্রশ্ন-02। ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও সুযোগ কি?

ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য:

1. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা: এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে** অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সম্পদ বণ্টনে ন্যায্যতা তুলে ধরে।
2. **নৈতিক নীতি:** শোষণ এবং জালিয়াতি এড়িয়ে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামী নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিশ্চিত করে।
3. **সমাজকল্যাণ:** যাকাত এবং পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে সমাজের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়।
4. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যা অস্থিরতা হ্রাস করে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
5. **সম্পদের ব্যবহার:** সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, অপচয় এড়ানো এবং টেকসই প্রচারের পক্ষে কাজ করে।

ইসলামী অর্থনীতির পরিধি:

1. **ব্যাংকিং:** মুদারাবাহ এবং মুশারাকাহ এর মতো মুনাফা ভাগাভাগি এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি মডেল ব্যবহার করে সুদ-মুক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে ।
2. **অর্থ:** হালাল বিনিয়োগের উপর ফোকাস, অ্যালকোহল, জুয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করে।
3. **বাণিজ্য:** সঠিক বাণিজ্য অনুশীলন এবং সৎ ব্যবসায়িক লেনদেনকে উৎসাহিত করে।
4. **সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি:** অভাবগ্রস্তদের সহায়তা এবং সমাজের উন্নতির জন্য যাকাত এবং ওয়াকফ (অনুদান) এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৩. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি কি কি?
অথবা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো কি কি? [বিপিই- ৯৬তম]
অথবা, ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি গণনা কর ।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিঃ

1. **রিবা নিষেধ (সুদ): ইসলামী অর্থনীতি** মুদারাবা এবং মুশারাকাহ -এর মতো লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি মডেলের পরিবর্তে সুদ-ভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ করে ।

2. **যাকাত এবং দাতব্য:** সামাজিক কল্যাণ এবং সম্পদ বণ্টনের জন্য যাকাতের (বাধ্যতামূলক দাতব্য) এবং স্বেচ্ছায় দান করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।
3. **নৈতিক বিনিয়োগ:** ইসলামে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত শিল্প যেমন অ্যালকোহল, জুয়া এবং হারাম ব্যবসা এড়িয়ে বিনিয়োগ করে।
4. **বাণিজ্য এবং সততা:** সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতা, সততা এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক লেনদেনে বিশ্বাস এবং সততা নিশ্চিত করে।
5. **ঝুঁকি ভাগাভাগি: ন্যায় সঙ্গত মুনাফা পেতে** আর্থিক লেনদেনে জড়িত পক্ষগুলির মধ্যে ঝুঁকি ভাগ করে এবং ঝুঁকি গ্রহনে উৎসাহিত করে।
6. **ঘারর নিষেধাজ্ঞা (অনিশ্চয়তা):** চুক্তিতে অত্যধিক অনিশ্চয়তা বা অনুমানকে নিরুৎসাহিত করে চুক্তিতে স্পষ্টতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য একটি সুষ্ঠ এবং টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সমাজের সকল সদস্যকে উপকৃত করে।

প্রশ্ন-০৪। ইসলামী অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে তুলনা করুন।[BPE-97th. BPE-98th.]

নির্ণায়ক	ইসলামী অর্থনীতি	পুঁজিবাদী অর্থনীতি
1. সংজ্ঞা	শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নৈতিক এবং ন্যায়সঙ্গত অনুশীলনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।	বাজার প্রতিযোগিতা এবং অধিক মুনাফা লাভের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে।
2. সম্পদ বণ্টন	যাকাত ও দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবণ্টনের উপর জোর দেয়।	সম্পদ বণ্টন নির্ভর করে বাজারের শক্তি এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর
3. সুদ (রিবা)	আর্থিক লেনদেনে সুদ নিষিদ্ধ করে	ঋণ এবং বিনিয়োগের জন্য সুদের অনুমতি দেয়
4.মালিকানা	ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু সামাজিক কল্যাণে জোর দেয়	ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সম্পত্তির অধিকারের উপর জোর দেওয়া
5. ঝুঁকি শেয়ারিং	আর্থিক লেনদেনে পক্ষগুলির মধ্যে ভাগ করা ঝুঁকি গ্রহনে উৎসাহিত করে	ঝুঁকি সাধারণত ব্যক্তি বা সত্তা দ্বারা বহন করা হয়

প্রশ্ন-০৫। ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ইসলামী অর্থনীতি নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক অনুশীল করে যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং সামাজিক কল্যাণের উপর জোর দেয়।

1. **নৈতিক কাঠামো:** সুদ (রিবা) এবং অনুমানমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এটি শোষণ হ্রাস করে আর্থিক অনুশীলনের প্রচার করে।
2. **সম্পদ পুনঃবন্টন:** যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য) এবং স্বেচ্ছায় দান করার মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনকে উৎসাহিত করে ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে।
3. **সামাজিক কল্যাণ:** সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে।
4. **স্থিতিশীলতা:** ঝুঁকির হ্রাসের উপর ফোকাস করে এবং অত্যধিক অনুমান নিষিদ্ধ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে এবং বাজারের বুদবুদ প্রতিরোধ করে।
5. **টেকসই উন্নয়ন:** সম্পদের দক্ষ ব্যবহার প্রচার করে, স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং অপচয় রোধ করে।

এই পদ্ধতির লক্ষ্য একটি ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা যা সমাজের সকলের উপকার করে।

প্রশ্ন-০৬. উৎপাদন কি? ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের কারণগুলো বর্ণনা কর।

উৎপাদন বলতে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা তৈরির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। একটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে সম্পদ ব্যবহার করা সামাজিক কল্যাণ বিবেচনা করা এবং ইসলামী নীতির সাথে সারিবদ্ধ হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনের কারণসমূহ :

1. **জমি (প্রাকৃতিক সম্পদ) :** জমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার হিসাবে দেখা হয়। অপচয় এড়ানোর দিকে মনোযোগ দিয়ে জমিকে অবশ্যই দক্ষতার সাথে এবং নৈতিকভাবে ব্যবহার করতে হবে ।
2. **শ্রম :** শ্রমিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ, ন্যায্য মজুরি এবং নৈতিক শ্রম অনুশীলনের উপর জোর দেয়। শ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য।
3. **মূলধন :** মূলধন আর্থিক ও ভৌত সম্পদ উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করা উচিত। ইসলামী অর্থনীতি সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করে মুদারাবার মতো মুনাফা ভাগাভাগির পক্ষে কথা বলে ।

MetaMentorCenter

4. **উদ্যোক্তা** : উদ্যোক্তারা উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি নৈতিক নির্দেশিকাগুলির সাথে সারিবদ্ধ তারা ন্যায্যতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

এই কারণগুলি সম্মিলিতভাবে একটি নৈতিক এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবদান রাখে যা সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়।

প্রশ্ন-০৭। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের কারণ বর্ণনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে কুরআন ও হাদিস থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের কারণগুলি নৈতিক ব্যবহার ন্যায্যতা এবং সামাজিক দায়িত্বের উপর ফোকাস করে:

1. **ভূমি (প্রাকৃতিক সম্পদ)** : কুরআন প্রাকৃতিক সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে এবং দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে (সূরা আল- বাকারা 2:29)। প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহর কাছ থেকে একটি আমানত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং মানুষের উচিত তাদের টেকসই ব্যবহার করা।
2. **শ্রম** : কুরআন (সূরা আন- নিসা 4:32) এবং হাদিস উভয়ই শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য আচরণ এবং ক্ষতিপূরণের উপর জোর দিয়েছে। আমাদের সকলের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিকদের অবিলম্বে বেতন প্রদান এবং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।
3. **মূলধন** : ইসলাম সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করে এবং নৈতিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে (সূরা আল- বাকারা 2:275)। ইসলাম মুনাফা ভাগাভাগির মডেলকেও উৎসাহিত করে লেনদেনে ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার ওপর জোর দেয়।
4. **উদ্যোক্তা** : উদ্যোক্তাদেরকে নৈতিকভাবে ব্যবসায়িক উদ্যোগ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়, যেমনটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ব্যবসায়িক লেনদেনে সততা এবং স্বচ্ছতা অত্যন্ত মূল্যবান।

এই নীতিগুলি নিশ্চিত করে যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলি নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য করে এবং সমাজকে উপকৃত করে।

প্রশ্ন-০৮। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ অর্জন ও বণ্টনের নীতিগুলো আলোচনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে, সম্পদ অর্জন এবং বন্টনের নীতিগুলি নৈতিক অনুশীলন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দেয়:

1. **সম্পদ অর্জন** :
   - **নৈতিক উপায়** : হালাল (জায়েজ) উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে হবে সুদ (রিবা), জুয়া এবং প্রতারণামূলক অনুশীলনের মতো নিষিদ্ধ কাজগুলি এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে।
   - **সৎ বাণিজ্য** : ব্যবসায়িক লেনদেন স্বচ্ছ এবং সৎ হওয়া উচিত ন্যায্য মূল্য বিনিময় নিশ্চিত করে।
   - **উৎপাদনশীল কাজ** : আইনসম্মত এবং উৎপাদনশীল শ্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে উৎসাহিত করে যা সমাজকে উপকৃত করে।
2. **সম্পদের বিতরন** :
   - **জাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য)** : যাকাতের মাধ্যমে সম্পদর সুষম বন্টন নিশ্চিত করে একজনের সম্পদের একটি অংশ অভাবীকে সহায়তা করে এবং বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করে।
   - **সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য)** : সামাজিক কল্যাণে বেশি সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছায় দানকে উৎসাহিত করে।
   - **উত্তরাধিকার** : ইসলামী উত্তরাধিকার আইন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ন্যায্য সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করে, সম্পদ হস্তান্তরে ন্যায়বিচার বজায় রাখে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা যা অত্যধিক সম্পদ কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করে এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-০৯। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের সংজ্ঞা দাও।

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ হিসাবে দেখা হয় যা বস্তুগত সম্পদ এবং আর্থিক সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি শুধুমাত্র আর্থিক সম্পদের একটি পরিমাপ নয় তবে মূল্য প্রদান করে এবং জীবনকে টিকিয়ে রাখে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত করে।

MetaMentor Center

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মূল দিক :

1. **নৈতিক অধিগ্রহণ : সুদ (** রিবা), জালিয়াতি বা অনৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনের মতো নিষিদ্ধ কার্যকলাপ এড়িয়ে বৈধ (হালাল) মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা উচিত।
2. **উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার** : সম্পদ নিজের, পরিবার এবং সমাজের উপকারের জন্য দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং অযথা বা অপচয়ের দিকে পরিচালিত করা উচিত নয়।
3. **সামাজিক দায়বদ্ধতা : সম্পদের পুনর্বন্টন এবং বৈষম্য কমানোর উপর জোর দিয়ে যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য) এবং** সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য) মাধ্যমে কম ভাগ্যবানদের সমর্থন করার জন্য সম্পদ ভাগ করতে হবে।

ইসলামে সম্পদ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদাই পূরণ করে না বরং সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যও পূরণ করে।

প্রশ্ন-10। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন কি? সম্পদ পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে জাকাত এবং সাদাকার ভূমিকা বর্ণনা করুন। BPE-98th.
অথবা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের নীতিগুলো আলোচনা কর ।

ইসলামী অর্থনীতিত সম্পদের বণ্টন ন্যায্যতা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বৈষম্য হ্রাসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সম্পদ বন্টন বিভিন্ন নীতি এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়:

1. **যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য)** : একজন ব্যক্তির সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত 2.5%) অভাবী এবং দুর্বলদের সহায়তা করে সম্পদের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করা।
2. **সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য)** : উদারতার চেতনাকে লালন করে প্রয়োজনে তাদের আরও সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রদানকে উৎসাহিত করা।
3. **উত্তরাধিকার আইন** : ইসলামী উত্তরাধিকার আইন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করে, ন্যায়বিচার বজায় রাখে এবং সম্পদের ঘনত্ব রোধ করা।
4. **ন্যায্য মজুরি** : শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং নৈতিক আচরণের গুরুত্বের উপর জোর দেয় যেন শ্রমিক ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ পায়।
5. **রিবা (সুদ) নিষেধ** : সম্পদের অন্যায্য সঞ্চয় এড়াতে সুদভিত্তিক লেনদেন দূর করে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা এবং সামাজিক কল্যাণ প্রচার করা।
জাকাত এবং সাদাকা এই পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাকাত: এটি একটি বাধ্যতামূলক বা ফরজ দান, যা সাধারণত একজন মুসলিমের সঞ্চিত অর্থের ২.৫% হিসাবে প্রতি বছর প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র, অভাবী এবং অন্যান্য প্রাপ্য শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর ফলে সমাজের সকলের জন্য ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত হয় এবং সম্পদের বৈষম্য কমে যায়।

সাদাকা: এটি একটি স্বেচ্ছাচারী দান, যা জাকাতের বাইরেও প্রদান করা যায়। এটি যেকোনো সময় এবং যেকোনো পরিমাণে প্রদান করা যায়, যা কম ভাগ্যবানদের সহায়তা করে এবং সমাজের মধ্যে ক্রমাগত সম্পদের প্রবাহকে উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়াগুলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১১। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের উদ্দেশ্য কী?
ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের লক্ষ ন্যায্যতা প্রচার করা এবং বৈষম্য হ্রাস করা। মূল উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত:

1. **সমতা:** ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে চরম বৈষম্য এড়াতে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা।
2. **দাতব্য: যাকাত (বাধ্যতামূলক দান) এবং** সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য) মতো অনুশীলনের মাধ্যমে অভাবী লোকদের সহায়তা করার জন্য ধনীকে উৎসাহিত করা।
3. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** একটি সহানুভূতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি তৈরি করতে ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণের উপর জোর দেওয়া।
4. **টেকসই প্রবৃদ্ধি:** অন্যদের শোষণ না করে সমাজকে উপকৃত করে এমন উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ন্যায়বিচারকে উৎসাহিত করে সম্মিলিত কল্যাণের সাথে ব্যক্তিগত সম্পদের সাধনাকে সারিবদ্ধ করে।

প্রশ্ন-12। ইসলামী অর্থনীতি কেন বিলাসিতাকে হারাম করে?
ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ বজায় রাখতে অত্যধিক বিলাসিতাকে নিরুৎসাহিত করে। নিম্নে আলোচনা করা হলো:

1. **অপচয় এড়িয়ে চলা:** সম্পদের বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে ইসলামী অর্থনীতি অত্যধিক বিলাসিতা কে প্রত্যাখ্যান করে।
2. **সমতা প্রচার:** এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে এমন অসাধারন ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করে সামাজিক বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে।
3. **নম্রতা বাড়ানো:** ইসলাম বিনয় ও নম্রতাকে উৎসাহিত করে বিশ্বাসীদেরকে অহংকার বা অহংকারকে উৎসাহিত করে এমন বাড়াবাড়ি এড়াতে অনুরোধ করে।
4. **প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা:** অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করে যে সম্পদ বৃহত্তর সমাজের উপকারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য একটি নৈতিক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ তৈরি করা যেখানে সম্পদ দায়িত্বশীল এবং সহানুভূতির সাথে ব্যবহার করা হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-13। সম্পদের ভারসাম্য বণ্টন বজায় রাখার জন্য ইসলামী অর্থনৈতিক সরঞ্জামগুলি কী কী?

ইসলামি অর্থনীতি সুষম সম্পদ বন্টন বজায় রাখার জন্য বেশ কয়েকটি সরঞ্জাম নিয়োগ করে:

1. **যাকাত:** একটি বাধ্যতামূলক দাতব্য সাধারণত সম্পদের 2.5% যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি দারিদ্র্য দূর করতে এবং বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে।
2. **সাদাকাহ :** যাকাত ব্যতীত স্বেচ্ছায় দাতব্য ব্যক্তিদের কম ভাগ্যবানদের আরও বেশি দিতে উৎসাহিত করে এবং উদারতার মনোভাব গড়ে তোলে।
3. **ওয়াকফ :** এনডাউমেন্ট যেখানে জমি বা ভবনের মতো সম্পদ দাতব্য উদ্দেশ্যে দান করা হয় যেমন স্কুল বা হাসপাতালে অর্থায়ন, যা জনসাধারণের সেবা করে।
4. **সুদ-মুক্ত ঋণ:** সুদ ছাড়া ঋণ প্রদান নিশ্চিত করে যে আর্থিক লেনদেন সব পক্ষকে ন্যায্যভাবে উপকৃত করে শোষণ প্রতিরোধ করে।
5. **মজুদ করা নিষিদ্ধ:** ইসলাম সম্পদ মজুত করাকে নিরুৎসাহিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সুবিধার জন্য সম্পদের সঞ্চালনকে উৎসাহিত করে।

এই সরঞ্জামগুলির লক্ষ্য ন্যায্যতা, সহানুভূতি এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বৃদ্ধি করা।

প্রশ্ন-14। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে পুরো ? [BPE-96th]

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন বিভিন্ন উপায়ে একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনীতিকে উন্নীত করে:

1. **দারিদ্র্য হ্রাস:** যাকাত এবং দানের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবন্টন করে দরিদ্রদের উন্নীত করতে সহায়তা করে যা দারিদ্র্য হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে।
2. **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করা:** সম্পদের সঞ্চালন মজুতকে নিরুৎসাহিত করে প্রচার করা হয় যা অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করে বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।
3. **সামাজিক সংহতি:** সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলে থাকা দ্বন্দ্ব কমায়।
4. **টেকসই বৃদ্ধি:** সুদের নিষেধাজ্ঞা নৈতিক এবং সুদ-মুক্ত আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহিত করে প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
5. **ন্যায্যতা প্রচার:** ন্যায্যতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করে যে সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে প্রত্যেকের উপকার হয়।

একসাথে, এই অনুশীলনগুলি আরও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক এবং টেকসই অর্থনীতি তৈরি করে।

প্রশ্ন-15। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে চাহিদা, ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে, চাহিদা, ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি দ্বারা চালিত হয়:

1. **প্রয়োজন:** ইসলাম সবার জন্য খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। ধনী ব্যক্তিদের দাতব্যের মাধ্যমে এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে অন্যদের সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
2. **খরচ:** এটি অপব্যয় এবং অপচয় এড়াতে উৎসাহিত করে অতিরিক্ত ভোগ ছাড়াই সামাজিক চাহিদা মেটাতে সম্পদের বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করা নিশ্চিত করে।
3. **উৎপাদন:** নৈতিক উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয় যা শ্রম বা সম্পদের শোষণ ছাড়াই সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ করে। উৎপাদকদের উচিত ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেমন ন্যায্য বাণিজ্য এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ অনুশীলন।

এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করে যে সম্পদগুলি ন্যায্যভাবে এবং দায়িত্বের সাথে বরাদ্দ করা হয় ন্যায্যতা, উদারতা এবং স্থায়িত্বের ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চলার সময় ব্যক্তি ও সমাজের উপকার করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-16. ইসলামী অর্থনীতির অধীনে উৎপাদনের কারণের ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব কী?

ইসলামী অর্থনীতিতে, উৎপাদনের বিষয়ে মানুষের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে:

1. **ভূমি:** পৃথিবীর স্টুয়ার্ড হিসাবে, মানুষকে অবশ্যই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, বর্জ্য এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষাকারী টেকসই অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করতে হবে।
2. **শ্রম:** শ্রমকে অবশ্যই মূল্যবান এবং সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। ন্যায্য মজুরি এবং ভালো কাজের পরিবেশ অপরিহার্য, শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

3. **মূলধন:** মূলধনকে নৈতিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, সুদ বা শোষণ ছাড়াই, সমাজকে উপকৃত করে এবং ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
4. **উদ্যোক্তা:** উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসায়িক অনুশীলনগুলি ন্যায়বিচারের প্রচার ও জালিয়াতি এড়াতে এবং সম্প্রদায়ের জন্য ইতিবাচকভাবে অবদান রাখা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে।

এই দায়িত্বগুলি নিশ্চিত করে যে উৎপাদনের কারণগুলি এমনভাবে পরিচালিত হয় যা ন্যায্যতা, স্থায়িত্ব এবং নৈতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, ইসলামী নীতিগুলি মেনে চলে।

প্রশ্ন-১৭। যাকাতকে সম্পদ বণ্টনের মাধ্যম হিসেবে আলোচনা কর।

যাকাত ইসলামে প্রদানের একটি বাধ্যতামূলক কাজ অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য সম্পদ পুনঃবণ্টনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

1. **বাধ্যতামূলক দাতব্য:** মুসলিম যারা নির্দিষ্ট সম্পদের মানদণ্ড পূরণ করে তাদের অবশ্যই তাদের জমাকৃত সম্পদের 2.5% বার্ষিক যোগ্য প্রাপকদের দিতে হবে যাতে বিত্তশালীরা তাদের আশীর্বাদ ভাগ করে নেয়।
2. **বৈষম্য হ্রাস করে:** ধনী থেকে কম ভাগ্যবানদের কাছে সরাসরি সম্পদ হস্তান্তর করে যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচার করে।
3. **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ায়:** সংগৃহীত তহবিল প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হয় যারা এই অর্থ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে।
4. **আধ্যাত্মিক দিক:** জাকাত মজুতদারীকে নিরুৎসাহিত করে এবং উদারতাকে উৎসাহিত করে মানব সম্প্রদায় এবং সহানুভূতির অনুভূতি জাগিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করে।

সংক্ষেপে, যাকাত হল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা ন্যায্য সম্পদ বণ্টনকে উৎসাহিত করে এবং সমাজকে অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করে।

প্রশ্ন-18। অর্থের ব্যাপারে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় যার লক্ষ্য ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা:

1. **সুদ নেই (রিবা):** ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে কারণ এটি শোষণ ও অসমতার দিকে পরিচালিত করে। ইসলাম মুনাফা ভাগাভাগি এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহিত করে।
2. **প্রকৃত মূল্য:** অর্থের প্রকৃত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করা যার অর্থ এটি বাস্তব সম্পদের সাথে আবদ্ধ অনবদ্য মুদ্রার কারণে অনুমান এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে।
3. **দাতব্য:** মুসলমানদের বাধ্যতামূলক (যাকাত) এবং স্বেচ্ছাসেবী (সদকা) দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যা দারিদ্র্য হ্রাস এবং সমাজের উন্নতিতে সহায়তা করে।
4. **সততা:** অর্থের সাথে অন্তর্ভুক্ত লেনদেনগুলি প্রতারণা রোধ করে অবশ্যই স্বচ্ছ এবং সৎ হতে হবে।

সামগ্রিকভাবে অর্থের প্রতি ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পদের নৈতিক ব্যবহার এবং সঞ্চালন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রশ্ন-19। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে দেখা হয়?

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয় কারন ইসলাম ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। এর মূল্যবান ক্রিয়াকলাপ নিচে তুলে ধরা হলো:

1. **সততা এবং স্বচ্ছতা:** ব্যবসায়ীদের তাদের লেনদেনে সত্যবাদী হতে হবে নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত লেনদেন স্বচ্ছ এবং ন্যায্য।
2. **সুদ নেই (রিবা): ব্যাবসায়ে** সুদ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় কারণ এটি মানুষকে শোষণ করে অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি লাভ-বন্টন এবং অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হয়।
3. **ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ:** ইসলাম ন্যায্য মূল্যের প্রচার করে যেখানে পণ্য এবং পরিষেবাগুলি শোষণ এড়িয়ে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রি হয়।
4. **নৈতিক আচরণ:** ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় সততা বজায় রেখে প্রতারণা, মজুতদারি এবং অন্যান্য অনৈতিক অভ্যাস এড়াতে সহায়তা করে।
5. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** মুনাফা সমাজের উপকারে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যার একটি অংশ দাতব্য (যাকাত) যাচ্ছে তা নিশ্চিত করে।

এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে সমাজের কল্যাণে অবদান রেখে বৈধ আয় উপার্জনের উপায় হিসাবে দেখা হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন- 20। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? [BPE-96th]

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নৈতিক ও নৈতিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

1. **সুদ নেই (রিবা):** এটি সুদ-ভিত্তিক লেনদেন এড়ায় লাভ-বন্টন এবং ন্যায্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
2. **সততা এবং স্বচ্ছতা:** ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণা প্রতিরোধের জন্য স্পষ্ট চুক্তি এবং সততা অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করে।
3. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** ঝুঁকির সুষ্ঠু বন্টনের উপর জোর দিয়ে অংশীদারদের মধ্যে লাভ এবং ক্ষতি ভাগ করা হয়।
4. **ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ:** গ্রাহকদের শোষণ এড়াতে পণ্য এবং পরিষেবার যুক্তিসঙ্গত মূল্য থাকা উচিত।
5. **নৈতিক মান:** ইসলামিক বাণিজ্য অ্যালকোহল বা জুয়ার মতো অনৈতিক পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে, ব্যবসায়িক অনুশীলনকে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সারিবদ্ধ করে।
6. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** উপার্জনের একটি অংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে, সমাজের উপকারে সম্পদের প্রচলন নিশ্চিত করা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত করে যে ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠু নৈতিকভাবে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-২১। রিবার সংজ্ঞা দাও । শ্রেণীবদ্ধ করা উপযুক্ত উদাহরণ সহ রিবা । [BPE-96th, BPE-98th.]
অথবা, বিভিন্ন প্রকার রিবা আলোচনা কর ।

রিবা অন্যায় বা শোষণমূলক লাভকে বোঝায় সাধারণত সুদ হিসাবে বোঝা যায় যা ইসলামিক অর্থায়নে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এতে অর্থ ধার দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া বা লেনদেনে অসম মূল্যের ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত ।

রিবার প্রকারভেদঃ

1. **রিবা আল- নাসিআহ :**
   - **সংজ্ঞা:** ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ, যেখানে একজন ঋণদাতা মূলের চেয়ে বেশি গ্রহণ করে।
   - **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি $1,000 ধার দেয় কিন্তু সুদের চার্জের কারণে $1,200 ফেরত আশা করে।
2. **রিবা আল- ফাদল :**
   - **সংজ্ঞা:** অনুরূপ আইটেমগুলির একটি অসম বিনিময় যা একই মূল্যে ট্রেড করা হয় না।
   - **উদাহরণ:** 2 কেজি নিম্নমানের খেজুরের জন্য 1 কেজি ভাল মানের খেজুর বিনিময় করা।

উভয় রূপে রিবা অন্যায্য সমৃদ্ধি ও শোষণের দিকে পরিচালিত করে যা ইসলামের লক্ষ্য ন্যায্যতা এবং নৈতিক অর্থনৈতিক অনুশীলনের প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা।

প্রশ্ন-22। রিবা কিভাবে ঋণগ্রহীতা, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য ধ্বংসাত্মক তা ব্যাখ্যা কর? [BPE-96th]

রিবা বা সুদ, ঋণগ্রহীতা, সমাজ এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সামাজিকভাবে ক্ষতি এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে। নিম্নে এ নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

1. **ঋণগ্রহীতাদের জন্য ব্যায় বৃদ্ধি:**
   - উচ্চ-সুদের হার ঋণের বোঝা বাড়ায়, ব্যক্তি এবং ব্যবসার জন্য ঋণ পরিশোধ করা কঠিন করে তোলে, সম্ভাব্য আর্থিক সঙ্কট বা দেউলিয়া হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।
2. **সমাজের জন্য:**
   - রিবা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে প্রশস্ত করে। যারা সুদে টাকা ধার দিতে পারে তারা ধনী হয়, যখন ঋণগ্রহীতারা প্রায়ই চক্রবৃদ্ধি সুদের কারণে দারিদ্রের গভীরে ডুবে যায়।
3. **অর্থনীতির জন্য:**
   - এটি অনুমান এবং টেকসই ঋণের মাত্রাকে উৎসাহিত করে যা আর্থিক সংকটের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অত্যধিক সুদের বাধ্যবাদকতা ভোক্তাদের ব্যয় এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হ্রাস করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর করে।

ইসলাম ব্যক্তি এবং বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল রক্ষা করে এমন ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই অর্থনৈতিক অনুশীলনকে উৎসাহিত করতে রিবাকে নিষিদ্ধ করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-23। রিবা আল- ফাদল উদাহরণ সহ আলোচনা করুন ।

রিবা আল- ফাদল হল এক ধরণের সুদ যা বিভিন্ন পরিমাণে বা গুণাবলীতে অনুরূপ পণ্যের অসম বিনিময় থেকে উদ্ভূত হয়। এর লক্ষ্য বাণিজ্যে অন্যায্য সুবিধা রোধ করা এবং লেনদেন সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করা।

উদাহরণ:

1. **স্বর্ণ বিনিময়:**
   - যদি কেউ একই মানের 15 গ্রাম স্বর্ণের জন্য 10 গ্রাম স্বর্ণ বিনিময় করে তবে এটি রিবা আল- ফাদল হিসাবে বিবেচিত হবে কারণ পরিমাণগুলি অসম। রিবা এড়াতে উভয় পক্ষকে সমান ওজনের সোনা বিনিময় করতে হবে ।
2. **গম বিনিময়:**
   - যদি একজন ব্যক্তি 2 কেজি নিম্নমানের গমের বিনিময়ে 1 কেজি উচ্চ মানের গমের লেনদেন করে তবে অসম পরিমাণের কারণে লেনদেনের সাথে রিবা আল- ফাদল অন্তর্ভুক্ত ।

ইসলাম বাণিজ্যে ন্যায্যতা বজায় রাখতে এবং অনুরূপ পণ্যের মূল্য গুণমান বা পরিমাণের পার্থক্যের শোষণ রোধ করতে রিবা আল- ফাদলকে নিষিদ্ধ করে।

প্রশ্ন-24। রিবা আন- নাসিয়া উদাহরণ সহ আলোচনা করুন ।

রিবা আন- নাসিয়া হল অর্থপ্রদানের বিলম্বের কারণে সময়ের সাথে অর্জিত সুদ বা লাভ। এই ধরণের রিবার অর্থ বা পণ্য ধার দেওয়া এবং পরিশোধের জন্য অনুমোদিত সময়ের জন্য অতিরিক্ত ফি নেওয়া অন্তর্ভুক্ত । ইসলামী অর্থায়নে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

উদাহরণ:

1. **মহাজনী:**
   - যদি একজন ব্যক্তি $1,000 লোন করে এবং এক বছর পর $1,200 ফেরত দাবি করে অতিরিক্ত $200 রিবা আন- নাসিয়া হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ এটি ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চার্জ করা হয়।
2. **ক্রেডিট পণ্য:**
   - বিলম্বিত অর্থপ্রদান প্ল্যানে $10,000 মূল্যের একটি গাড়ি $12,000-এ বিক্রি করা ও রিবা আন- নাসিয়া কারণ অতিরিক্ত $2,000 হল অর্থপ্রদানে বিলম্বের জন্য একটি ফি।

রিবা আন- নাসিয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয় কারণ এটি অন্যায্য অর্থনৈতিক অনুশীলনের দিকে নিয়ে যেতে পারে ঋণগ্রহীতাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্ন-25। ঋণের রিবা থেকে ব্যবসার লাভ কীভাবে আলাদা ?

রিবার মধ্যে তুলনা করুন

দৃষ্টিভঙ্গি	বাণিজ্যের লাভ	ঋণের রিবা
1. সংজ্ঞা	মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় এবং বিক্রয় থেকে লাভ।	টাকা বা পণ্য ধার দেওয়ার জন্য সুদ বা অতিরিক্ত ফি।
2. প্রকৃতি	ঝুঁকি ভাগাভাগি, এবং পারস্পরিক সম্মতির উপর ভিত্তি করে	ব্যবসার ফলাফল নির্বিশেষে স্থায়ী রিটার্ন
3.নৈতিকতা	ন্যায্য বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে	ইসলামে শোষণমূলক ও অন্যায় বলে বিবেচিত
4. ঝুঁকি	ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ঝুঁকি ভাগ করা হয়	ঝুঁকি শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতা দ্বারা বহন করা হয়
5. উদাহরণ	50 ডলারে একটি পণ্য কেনা এবং 60 ডলারে বিক্রি করা	$1,000 ধার দেওয়া এবং বিনিময়ে $1,100 দাবি করা

প্রশ্ন-২৬। রিবা ও সুদের মধ্যে তুলনা কর । BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	রিবা	সুদ
1. সংজ্ঞা	রিবা একটি ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ চার্জ করে	এটি হলো ধার করা অর্থের উপর ঋণদাতাদের দ্বারা চার্জ করা ফি
2. আইনি অবস্থা	অন্যায্য অভ্যাসের কারণে ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ	প্রচলিত অর্থে গৃহীত
3.নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	শোষণমূলক এবং অন্যায় বলে বিবেচিত	ধারের বৈধ খরচ হিসেবে দেখা হয়
4. প্রভাব	অন্যায্য সম্পদ বণ্টন এবং অসমতা সৃষ্টি করে	ঐতিহ্যগত অর্থনীতিতে সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়
5. উদাহরণ	$1,000 ধার দেওয়া এবং বিনিময়ে $1,200 দাবি করা	একটি ঋণের উপর 5% সুদের হার চার্জ করা

MetaMentorCenter

প্রশ্ন-27। রিবার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ?

রিবার মূল বৈশিষ্ট্য যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এর মধ্যে রয়েছে:

1. **অত্যধিক লাভ:** রিবা একটি ঋণ বা লেনদেনের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত চার্জ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যায্য লাভের দিকে পরিচালিত করে।
2. **সুদ-ভিত্তিক:** এটি প্রাথমিকভাবে ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদের বোঝায় যেখানে ঋণদাতারা ঋণগ্রহীতার পরিস্থিতি নির্বিশেষে একটি নির্দিষ্ট রিটার্ন অর্জন করে।
3. **শোষণমূলক:** রিবা প্রায়ই ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক দুর্বলতাকে কাজে লাগায় যা সম্পদের বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে।
4. **অনুৎপাদনশীল আয়:** এটি ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার বিপরীতে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান না রেখে আয় তৈরি করে।
5. **নিষিদ্ধ:** অনৈতিক প্রকৃতির কারণে ইসলামী অর্থে রিবা নিষিদ্ধ, কারণ এটি অন্যায্য সুবিধা এবং আর্থিক বোঝা তৈরি করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরে যে কেন রিবাকে অন্যায্য এবং ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির পরিপন্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা ন্যায্যতা এবং ন্যায্যতা প্রচার করে।

প্রশ্ন-২৮। সুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

প্রচলিত অর্থায়নে সুদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

1. **নির্দিষ্ট শতাংশ:** সুদে ধার করা অর্থের পরিমাণের উপর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ চার্জ করা হয় যা ঋণদাতার জন্য অতিরিক্ত আয় তৈরি করে।
2. **সময়-ভিত্তিক:** ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ ঋণের সময়কালের উপর নির্ভর করে, দীর্ঘ ঋণের সময় সাধারণত বেশি সুদ ধার্য করে।
3. **ঋণদাতার জন্য আয়:** এটি ঋণদাতাদের জন্য অধিক আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করে যেমন ব্যাংক, ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজস্ব তৈরি করে।
4. **ঋণগ্রহীতার বাধ্যবাধকতা:** ঋণগ্রহীতারা তাদের ঋণের মূল পরিমাণের বাইরে একটি খরচ যোগ করে সুদ দিতে বাধ্য।
5. **ব্যাপকভাবে গৃহীত:** সুদ হল প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় একটি আদর্শ অনুশীলন যা ঋণদাতার ঝুঁকি এবং মূলধন ব্যবহারের জন্য একটি বৈধ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখা হয়।

সুদ ঐতিহ্যগত আর্থিক ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান, যদিও এটি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অনৈতিক হিসাবে দেখা হয়।

প্রশ্ন-২৯। সুদেন ক্লাসিক্যাল এবং কিনেসিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করুন।

দৃষ্টিভঙ্গি	ক্লাসিক্যাল ভিউ	কিনেসিয়ান ভিউ
1. সংজ্ঞা	সুদ হল সঞ্চয় এবং ভোগ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার।	অর্থধারীদের সিদ্ধান্ত দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়।
2. সুদের হার স্তর	ঋণযোগ্য তহবিলের সরবরাহ এবং চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত।	অর্থের চাহিদা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়।
3. অর্থনৈতিক ফোকাস	বিনিয়োগে সঞ্চয়ের ভূমিকার ওপর জোর দেয়।	সামগ্রিক চাহিদা এবং ব্যয়ের ভূমিকার উপর জোর দেয়।
4. নীতি পদ্ধতি	অর্থনীতিতে সরকারের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ।	চাহিদা পরিচালনার জন্য সক্রিয় সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে।
5. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা	সুদের হার সমন্বয় স্বাভাবিকভাবে অর্থনীতির ভারসাম্য বিশ্বাস করে।	সুদের হার সমন্বয় রাজস্ব নীতির সাথে মিলিত করা আবশ্যক বিশ্বাস করে.

প্রশ্ন-30। ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য কি?

অথবা, ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। [বিপিই-৯৬ তম

ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য হল ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল আর্থিক কর্মকান্ডের প্রচার করা। এখানে এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি রয়েছে:

1. **সুদ-মুক্ত ব্যাংকিং:** ইসলামী ব্যাংকগুলি সুদ (রিবা) এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে লাভ-বন্টন এবং ফি-ভিত্তিক মডেলগুলিতে মনোযোগ দেয়।
2. **নৈতিক বিনিয়োগ:** বিনিয়োগগুলি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এবং সমাজকে উপকৃত করে শরিয়াহ -সম্মত প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়।
3. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** আর্থিক লেনদেন ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়ার জন্য গঠন করা হয়, ইক্যুইটি এবং অংশীদারিত্বের প্রচার করে।
4. **সম্পদ বণ্টন:** ইসলামী ব্যাংকিং জাকাত ও দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবন্টনকে উৎসাহিত করে, যার লক্ষ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

5. **স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচার:** লেনদেন সকল পক্ষের জন্য ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে সৎ অনুশীলনের উপর জোর দেয়।

এই উদ্দেশ্যগুলি নিশ্চিত করে যে ইসলামী ব্যাংকিং একটি ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার প্রচার করে যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-31। ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকিং এর ভূমিকা আলোচনা কর।

ইসলামী ব্যাংকিং তার স্বতন্ত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

1. **নৈতিক অর্থায়ন: সুদ (রিবা)** এড়ানোর মাধ্যমে , ইসলামী ব্যাংকগুলি মুনাফা ভাগাভাগির উপর মনোযোগ দেয়, নিশ্চিত করে যে আর্থিক লেনদেন ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
2. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** ইসলামী ব্যাংকিং উভয় পক্ষের মধ্যে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ন্যায্যতা বৃদ্ধি করে ইক্যুইটি প্রচার করে।
3. **সামাজিক ন্যায়বিচার:** ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য জাকাত এবং দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবন্টনকে উৎসাহিত করা দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে সাহায্য করা।
4. **নৈতিক বিনিয়োগ:** ইসলামী ব্যাংকগুলি সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে সামাজিক উপকার করে।
5. **স্বচ্ছতা:** লেনদেনগুলি ন্যায্য, আর্থিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস এবং ন্যায়বিচার প্রচার করে স্বচ্ছ এবং সৎ ব্যাংকিং অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করে।

এই উপায়ে, ইসলামী ব্যাংকিং একটি সুষম ও নৈতিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

প্রশ্ন-32। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন।

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী আইন (শরিয়াহ) নীতির অধীনে কাজ করে যা প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা:

1. **সুদ বিহিন অর্থনিতি (রিবা):** ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত নয় পরিবর্তে তারা বাণিজ্য-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।
2. **লাভ এবং ক্ষতি ভাগাভাগি:** মুদারাবাহ (লাভ ভাগাভাগি) এবং মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) এর মতো পণ্যগুলি ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের ব্যবসায়িক উদ্যোগের লাভ এবং ঝুঁকি ভাগ করে নেয়।
3. **সম্পদ-সমর্থিত অর্থায়ন:** অনুমান এড়াতে লেনদেনগুলি অবশ্যই বাস্তব সম্পদ বা পরিষেবাগুলির দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মুরাবাহা (কস্ট-প্লাস ফিনান্স) এবং ইজারা (লিজিং) এর মতো পণ্য ।
4. **নৈতিক বিধিনিষেধ:** বিনিয়োগগুলি যাতে নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ (যেমন অ্যালকোহল, জুয়া এবং শুয়োরের মাংস সংক্রান্ত পণ্য) অন্তর্ভুক্ত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য স্ক্রীন করা হয়।
5. **যাকাত:** দাতব্য কারণ এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলিও যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে ভূমিকা পালন করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত করে যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রিয়াকলাপগুলি নৈতিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-33। 'ব্যাংকিংয়ের মূল কাজ হল উদ্বৃত্ত ইউনিট থেকে ঘাটতি ইউনিটে তহবিল প্রবাহ নিশ্চিত করা'—আলোচনা করুন কীভাবে ইসলামী ব্যাংক এটি নিশ্চিত করে।

ইসলামী ব্যাংকিং উদ্বৃত্ত ইউনিট (যাদের অতিরিক্ত তহবিল রয়েছে) থেকে ঘাটতি ইউনিটে (যাদের তহবিল প্রয়োজন) তহবিলের প্রবাহ নিশ্চিত করে এমনভাবে যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

MetaMentor Center

1. **লাভ-বন্টন চুক্তি:** মুদারাবাহ (লাভ-বন্টন) চুক্তি ব্যবহার করে , ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের লাভ এবং ক্ষতি ভাগ করে নিতে সক্ষম করে।
2. **যৌথ উদ্যোগ:** মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) চুক্তিতে ব্যাংক এবং ক্লায়েন্ট উভয়ই ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, লাভ এবং ঝুঁকি উভয়ই ভাগ করে নেয়।
3. **সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন:** মুরাবাহা (কস্ট-প্লাস ফাইন্যান্সিং) ব্যাংকগুলিকে সম্পদ কিনতে এবং ক্লায়েন্টদের কাছে মার্কআপে বিক্রি করার অনুমতি দেয়, সময়ের সাথে সাথে খরচ ছড়িয়ে দেয়।
4. **লিজিং (ইজারা):** ইসলামিক ব্যাংকগুলি সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা হস্তান্তর ছাড়াই সরঞ্জাম বা সম্পত্তি অর্থায়ন প্রদান করে গ্রাহকদের সম্পদ ইজারা দেয়।

এই নৈতিক অর্থায়ন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে, ইসলামী ব্যাংকগুলি দায়িত্বশীল এবং ন্যায্য তহবিল প্রবাহকে উন্নীত করে যাতে বিনিয়োগের সাথে অন্তর্ভুক্ত সকল পক্ষের সুবিধা হয়।

প্রশ্ন-৩৪ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্যারান্টি আলোচনা কর। BPE-98th.

কাফালাহ " নামে পরিচিত) ইসলামী নীতিগুলি মেনে চলার সময় লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তারা কিভাবে কাজ করে তা এখানে:

1. **উদ্দেশ্য:** গ্যারান্টি লেনদেনে প্রতিপক্ষের জন্য নিরাপত্তা প্রদান করে। ঋণ গ্রহীতা ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্যারান্টার তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।
2. **আবেদন:** সাধারণত ট্রেড ফাইন্যান্সে গ্যারান্টি মুরাবাহা (কস্ট-প্লাস ফিনান্স) এবং মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) এর চুক্তিতে অর্থ প্রদান নিশ্চিত করে।
3. **রিবা বিহিন চুক্তি (সুদ):** শরিয়া আইন মেনে চলা সুদ চার্জ ছাড়াই গ্যারান্টি প্রদান করা হয়।
4. **ফি-ভিত্তিক:** ইসলামিক ব্যাংক ন্যায্যতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে প্রশাসনিক খরচ কভার করে গ্যারান্টি প্রদানের জন্য একটি ফি নিতে পারে।
5. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** তারা উভয় পক্ষকে ইসলামী নৈতিক মান লঙ্ঘন না করেই নিশ্চিত করে সম্ভাব্য ডিফল্ট থেকে রক্ষা করে।

এটি ইসলামী ব্যাংকগুলিকে তাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা বজায় রেখে লেনদেনে আস্থা বজায় রাখার অনুমতি দেয়।

প্রশ্ন-৩৫। ইসলামী ব্যাংকের নন-ব্যাংকিং সেবা আলোচনা কর।

শরিয়াহ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি নন-ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে :

1. **তাকাফুল (ইসলামিক বীমা):** গ্রাহকদের জন্য নৈতিক ঝুঁকি ভাগাভাগি নিশ্চিত করে সুদ বা জুয়ায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পারস্পরিক বীমা প্রদান করে।
2. **যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ:** ইসলামিক ব্যাংকগুলি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে সহায়তা করে যা সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তা করে এবং অভাবীদের সহায়তা করে।
3. **শরীয়াহ উপদেষ্টা:** ইসলামী ব্যাংকগুলি আর্থিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে এবং নিশ্চিত করে যে ক্লায়েন্টদের কার্যক্রম ইসলামী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
4. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা:** পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক পরিকল্পনা এবং এস্টেট ব্যবস্থাপনা ক্লায়েন্টদের তাদের সম্পদ নৈতিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
5. **ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণ:** ব্যক্তি বা ছোট ব্যবসাকে সুদ ছাড়াই ছোট ঋণ প্রদান করে উদ্যোক্তা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে।

এই পরিষেবাগুলি ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলিকে তাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে তাদের আর্থিক অনুশীলনগুলিকে সারিবদ্ধ করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৩৬। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ কি?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বেশ কয়েকটি মূল কার্য সম্পাদন করে:

1. **মুদ্রানীতি:** অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার এবং অর্থ সরবরাহ পরিচালনা করে।
2. **ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ:** একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে।
3. **মুদ্রা ইস্যুকরণ:** অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করে জাতীয় মুদ্রা মুদ্রণ এবং বিতরণের জন্য কাজ করে।
4. **বৈদেশিক মুদ্রা:** দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা করে এবং জাতীয় মুদ্রার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল করে।
5. **সরকারের ব্যাংক:** সরকারের কাছে ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে, তার অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করে এবং ঋণ ইস্যু করে।
6. **ঋণদানের লাস্ট রিসোর্ট:** ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আর্থিক সংকটের সময় ব্যাংকগুলিকে জরুরি তহবিল প্রদান করে।

এই ফাংশনগুলি একটি স্থিতিশীল এবং স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি বজায় রাখতে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-37। শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর প্রধান নিষেধাজ্ঞাগুলি বর্ণনা করুন। [BPE-96th]

শরীয়াহ -ভিত্তিক ব্যাংকিং ইসলামী নীতির সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করে:

1. **রিবা (সুদ):** সুদ নেওয়া বা পরিশোধ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পরিবর্তে আর্থিক লেনদেনের জন্য লাভ-বন্টন এবং ফি-ভিত্তিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়।
2. **ঘরর (অনিশ্চয়তা):** চুক্তিতে অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা নিষিদ্ধ। সমস্ত শর্তাবলী উভয় পক্ষের কাছে পরিষ্কার হতে হবে।
3. **মায়সির (জুয়া):** জুয়া খেলার মতো অনুমানমূলক লেনদেন যেখানে ফলাফল সুযোগের উপর নির্ভর করে অনুমোদিত নয়।

4. **অনৈতিক বিনিয়োগ:** মদ, জুয়া এবং শূকরের মাংসের মতো শিল্পে বিনিয়োগ করা যা ইসলামিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, অনুমোদিত নয়।
5. **মজুতদারি:** উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার না করে অত্যধিক সম্পদ সঞ্চয় করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়, কারণ এটি অর্থনীতিতে সম্পদের সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে।

এই নিষেধাজ্ঞাগুলি নৈতিক স্বচ্ছ এবং ন্যায্য আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করে অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার ও কল্যাণের প্রচার করে।

প্রশ্ন-38। ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর অধীনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করুন।

একটি ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং একটি ন্যায্য ও নৈতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে উন্নীত করার জন্য শরীয়া নীতির মধ্যে কাজ করে:

1. **সুদ-মুক্ত কার্যক্রম:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐতিহ্যগত সুদ-ভিত্তিক আর্থিক নীতিগুলি এড়িয়ে চলে। পরিবর্তে, এটি মুনাফা ভাগাভাগি প্রক্রিয়া এবং শরীয়াহ -সম্মত আর্থিক উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।
2. **ইসলামী মুদ্রানীতি:** এটি সুদের পরিবর্তে মুনাফা ভাগাভাগির উপর ভিত্তি করে সরাসরি ঋণ, রিজার্ভ অনুপাত এবং উন্মুক্ত বাজার কার্যক্রমের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে।
3. **শরীয়াহ তত্ত্বাবধান:** একটি শরীয়াহ বোর্ড ইসলামী নীতির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে।
4. **তারল্য ব্যবস্থাপনা:** ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুদ-মুক্ত তারল্য সহায়তা প্রদান করে, আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
5. **নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান:** ব্যাংকিং খাতে নৈতিক এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি নীতির প্রচারের জন্য প্রবিধান তৈরি করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ইসলামী আর্থিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৩৯। ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকিং এর মধ্যে তুলনা করুন। BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
1. সংজ্ঞা	ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ এড়ানো এবং নৈতিক অর্থায়নের প্রচার করে।	প্রথাগত ব্যাংকিং যাতে সুদ-ভিত্তিক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করে।
2. সুদ (রিবা)	সুদ নিষিদ্ধ করে; লাভ শেয়ারিং মেকানিজম ব্যবহার করে	সুদ ভিত্তিক ঋণ এবং আমানত কার্যক্রম পরিচালনা করে
3. ঝুঁকি শেয়ারিং	ঝুঁকি ব্যাংক এবং গ্রাহকদের মধ্যে ভাগ করা হয়	ঝুঁকি মূলত ঋণগ্রহীতা বহন করে
4. বিনিয়োগ	শরীয়াহ -সম্মত কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ	সমস্ত আইনি খাতে বিনিয়োগের অনুমতি দেয়
5. উদাহরণ	ঋণ এবং বিনিয়োগের জন্য লাভ-বন্টন চুক্তি ব্যবহার করে	নির্দিষ্ট সুদের ঋণ এবং সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট অফার করে

প্রশ্ন-40। মুদ্রানীতি কি? মুদ্রানীতির উপকরণসমূহ আলোচনা কর।

মুদ্রানীতি একটি অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা বাস্তবায়িত কর্ম এবং কৌশলগুলিকে বোঝায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মূল্য স্থিতিশীল করা (মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ), পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীত করা।

মুদ্রানীতির উপকরণ:

1. **সুদের হার:**
   - কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেঞ্চমার্ক সুদের হার নির্ধারণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে হার নির্ধারন করে তা প্রভাবিত করে।
   - সুদের হার কমানো ঋণ গ্রহণ এবং ব্যয়কে উৎসাহিত করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে।
   - সুদের হার বাড়ানো বিপরীত কাজ করে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীর করে দেয়।
2. **ওপেন মার্কেট অপারেশনস (OMOs):**
   - প্রচলনে অর্থের পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে সরকারী সিকিউরিটিজ কেনা বা বিক্রি করা অন্তর্ভুক্ত ।
   - সিকিউরিটিজ কেনা অর্থনীতিতে নগদ ইনজেক্ট করে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।
   - সিকিউরিটিজ বিক্রি অর্থনীতি থেকে নগদ সরিয়ে দেয় অর্থ সরবরাহ হ্রাস করে।
3. **রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা:**
   - রিজার্ভ ব্যাংকগুলির ন্যূনতম পরিমাণের প্রবিধানগুলি অবশ্যই তাদের আমানতের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে হবে।
   - রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা কমানোর ফলে ব্যাংকগুলি আরও বেশি ঋণ দিতে পারে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।
   - রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকগুলি যে পরিমাণ ঋণ দিতে পারে তা হ্রাস করে অর্থ সরবরাহকে শক্ত করে।

MetaMentor Center

4. **মূল্যহ্রাসের হারঃ**
    - কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে যে সুদের হার দেয়।
    - ডিসকাউন্ট রেট কমানোর ফলে ঋণ নেওয়া সস্তা হয়, ব্যাংকগুলিকে আরও ধার দিতে উৎসাহিত করে।
    - হার বাড়ালে ঋণ নেওয়া আরও ব্যয়বহুল হয়, ঋণ কমিয়ে দেয়।

এই উপকরণগুলি সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে নির্দেশিত করতে সাহায্য করে, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রশ্ন-41। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবহৃত শর্তাবলীর সংজ্ঞা আলোচনা কর।

শরিয়াহ নীতি মেনে চলার কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে স্বতন্ত্র শর্তাবলী ব্যবহার করে কাজ করে। নিম্নে মূল শর্তাবলী আলোচনা করা হলো:

1. **রিবা :** ঋণের উপর নির্ধারিত সুদ যা ইসলামী অর্থায়নে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
2. **মুদারাবাঃ** একটি মুনাফা ভাগাভাগি চুক্তি যেখানে এক পক্ষ মূলধন প্রদান করে (**রব** - উল - মাল) এবং অন্য পক্ষ বিনিয়োগ পরিচালনা করে (মুদারিব)। একটি প্রাক-সম্মত অনুপাতের ভিত্তিতে লাভ ভাগ করা হয়।
3. **মুশারাকাঃ একটি যৌথ উদ্যোগ** যেখানে সমস্ত অংশীদাররা তাদের বিনিয়োগের অনুপাত অনুসারে মূলধন যোগান এবং লাভ ও ক্ষতি ভাগ করে নেয়।
4. **মুরাবাহা :** একটি বিক্রয় চুক্তি যেখানে ব্যাংক একটি সম্পদ ক্রয় করে এবং গ্রাহকের কাছে একটি চিহ্নিত মূল্যে বিক্রি করে গ্রাহক কিস্তিতে পরিশোধ করে।
5. **ইজারা : এটি** একটি লিজিং চুক্তি যেখানে ব্যাংক একটি সম্পদ ক্রয় করে এবং ক্লায়েন্টকে লিজ দেয়। ক্লায়েন্ট অবশেষে ইজারা মেয়াদ শেষে সম্পদ ক্রয় করতে পারেন।
6. **তাকাফুল:** পারস্পরিক সহায়তার উপর ভিত্তি করে ইসলামিক বীমা যেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রয়োজনের সময় একে অপরকে সমর্থন করার জন্য একটি তহবিলে অবদান রাখে।
7. **সুকুক :** ইসলামিক বন্ড যা বাস্তব সম্পদ বা সম্পদের পুলে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে সুদ ছাড়াই রিটার্ন প্রদান করে।

এই শর্তাবলী নৈতিক এবং ন্যায্য নীতিগুলিকে প্রতিফলিত করে যা ইসলামিক অর্থায়নের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি ভাগাভাগি, বাস্তব সম্পদ এবং লেনদেনের ন্যায্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

প্রশ্ন-42। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের মানদণ্ড লিখুন।

বাংলাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের জন্য ইসলামী নীতি ও স্থানীয় প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে। নিচে মূল মানদণ্ড রয়েছে:

1. **নিয়ন্ত্রক অনুমোদন:** বানিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অনুমোদন পেতে হবে যা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ইসলামী ব্যাংকিং নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করে।
2. **শরীয়াহ সম্মতি:** ইসলামী পন্ডিতদের সমন্বয়ে একটি শরিয়াহ বোর্ড গঠন করতে হবে এবং সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম শরিয়াহ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
3. **মূলধনের প্রয়োজনীয়তা:** আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং গ্রাহকের আমানত রক্ষা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।
4. **অপারেশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার:** ঝুঁকি-বন্টন চুক্তি, সুদ-মুক্ত ঋণ, এবং মুনাফা ভাগাভাগি প্রক্রিয়া সহ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য উপযোগী সিস্টেম এবং প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করতে হবে।
5. **মানবসম্পদ:** শরীয়াহ নীতি অনুযায়ী কাজ পরিচালনার জন্য ইসলামিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে জ্ঞানী কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে।
6. **পণ্য অফার:** মুদারাবাহ , মুশারাকাহ , মুরাবাহা এবং ইজারার মতো শরীয়াহ -সম্মত ব্যাংকিং পণ্য অফার করতে হবে।
7. **কর্পোরেট গভর্নেন্স:** ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বচ্ছ ও নৈতিক শাসন কাঠামো বাস্তবায়ন করতে হবে।
8. **বাজার গবেষণা:** ইসলামী ব্যাংকিং পণ্যের চাহিদা বোঝা এবং লক্ষ্য গ্রাহকদের সনাক্ত করতে বাজার গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

এই মানদণ্ডগুলি পূরণ করা নিশ্চিত করে যে ব্যাংকটি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী নীতিগুলি মেনে চলে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-43। ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার জন্য /লাইসেন্স পাওয়ার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলির শর্তাবলী আলোচনা করুন ।

ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলতে ইচ্ছুক প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে:

1. **নিয়ন্ত্রক অনুমোদন:** ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খোলার জন্য তার অনুমোদন নিতে হবে।
2. **শরীয়াহ সম্মতি:** সমস্ত কার্যক্রম এবং পণ্যগুলি যাতে ইসলামী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি শরীয়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
3. **পৃথক কার্যক্রম:** ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলিকে অবশ্যই প্রচলিত কার্যক্রম থেকে আলাদাভাবে পরিচালনা করতে হবে স্বতন্ত্র আর্থিক রেকর্ড বজায় রাখতে হবে।
4. **মূলধনের প্রয়োজনীয়তা:** ব্যাংককে অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত মূলধন পর্যাপ্ততার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।
5. **পণ্য অফার:** ব্যাংককে অবশ্যই সুদ-ভিত্তিক লেনদেন এড়িয়ে শরিয়াহ -সম্মত আর্থিক পণ্য অফার করতে হবে।
6. **প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান:** ইসলামী ব্যাংকিং শাখার কর্মীদের অবশ্যই প্রশিক্ষিত এবং ইসলামী অর্থ নীতি সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে।

এই শর্তগুলি নিশ্চিত করে যে শাখাগুলি ইসলামী নীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক কাঠামো উভয়ের সাথে সারিবদ্ধ।

প্রশ্ন-44। প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলোচনা করুন ।
অথবা, একটি প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের প্রধান প্রভাবগুলি আলোচনা করুন ।
অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০৯ সালের ইসলামী ব্যাংক নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া লিখুন। BPE-98th.

বাংলাদেশে একটি প্রচলিত ব্যাংককে একটি ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

1. **নিয়ন্ত্রক অনুমোদন** : বাংলাদেশ ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।
2. **শরীয়াহ কমপ্লায়েন্স বোর্ড :** ইসলামী নীতিমালা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য একটি শরীয়াহ বোর্ড গঠন করতে হবে।
3. **পণ্য অভিযোজন : বিদ্যমান পণ্যগুলিকে** শরীয়াহ -সম্মত হওয়ার জন্য সংশোধন করতে হবে যেমন সুদ-ভিত্তিক ঋণগুলিকে লাভ-বন্টন চুক্তির সাথে প্রতিস্থাপন করা।
4. **প্রশিক্ষণ** : ইসলামী ব্যাংকিং নীতি ও অনুশীলনের উপর কর্মীদের প্রশিক্ষন দিতে হবে।
5. **বিপণন** : ইসলামী ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে আগ্রহী গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য বিপণন কৌশলগুলি তৈরি করতে হবে।
6. **প্রযুক্তি আপগ্রেড :** শরিয়াহ -সম্মত লেনদেন সমর্থন করার জন্য ব্যাংকিং সিস্টেম আপগ্রেড করতে হবে।
7. **আইনি ডকুমেন্টেশন** : ইসলামিক ফাইন্যান্স নীতিগুলি মেনে চলার জন্য আইনি নথি এবং চুক্তি আপডেট করতে হবে।
8. **গ্রাহক শিক্ষা** : সহজ শর্তে ইসলামিক ব্যাংকিং পরিষেবা এবং সুবিধা সম্পর্কে গ্রাহকদের শিক্ষিত করতে হবে।

প্রশ্ন-45। ইসলামী ব্যাংকের কাজ কি কি?
অথবা, ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো কি কি? [BPE-96th, BPE-97th]. ।

ইসলামি ব্যাংকগুলো বেশ কিছু কাজ করে:

1. **আমানতের গ্রহণ** : ইসলামী ব্যাংকগুলি বর্তমান সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট সহ বিভিন্ন ধরণের আমানত গ্রহণ করে যেখানে আমানতকারীরা লাভ এবং ক্ষতির অংশীদার হন।
2. **অর্থায়ন** : তারা সুদ-ভিত্তিক লেনদেন এড়িয়ে মুদারাবাহ (লাভ ভাগাভাগি) এবং মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) এর মতো শরীয়াহ -সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থায়ন প্রদান করে।
3. **বিনিয়োগ** : ইসলামী ব্যাংকগুলি ইসলামী নীতিগুলি মেনে চলার সাথে সাথে নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে শরীয়াহ -সম্মত উদ্যোগে বিনিয়োগ করে।
4. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা** : তারা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে, ক্লায়েন্টদের সুকুক (ইসলামিক বন্ড) এর মতো ইসলামিক বিনিয়োগ উপকরণের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
5. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** ইসলামী ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহার করে যা শরিয়াহ নীতিমালা মেনে চলে ঝুঁকি কমিয়ে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ লেনদেন নিশ্চিত করে।
6. **সম্প্রদায়ের উন্নয়ন** : তারা সমাজের উপকার করে এবং ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চলা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক কল্যাণকে উৎসাহিত করে এমন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে অবদান রাখে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-46. দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং এর সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা কী? আপনার মতামত দিন। BPE-97th

দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

1. **নিয়ন্ত্রক প্রতিবন্ধকতা** : নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রচলিত ব্যাংকিংকে সমর্থন করে যা ইসলামী ব্যাংকগুলির জন্য সমান পদক্ষেপে কাজ করা কঠিন করে তোলে।
2. **সচেতনতার অভাব** : অনেক লোক ইসলামী ব্যাংকিং নীতির সাথে পরিচিত নয় যার ফলে ভুল ধারণা এবং ইসলামী আর্থিক দিকগুলির সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে অনীহা দেখা দেয়।
3. **সীমিত পণ্যের পরিসর :** ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতামূলকতা সীমিত করে শরিয়াহ সম্মতির প্রয়োজনীয়তার কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলির তুলনায় কম পণ্য বিকল্প থাকতে পারে।
4. **মানব সম্পদের অভাব :** ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য শরীয়া নীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে।
5. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** শরিয়াহ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম তৈরি করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে কার্যকরভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
6. **বাজার বিভাজন** : দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাজারে বিভাজন ঘটাতে পারে ইসলামী ব্যাংকগুলি প্রাথমিকভাবে মুসলিম গ্রাহকদের পরিষেবা দেয়, তাদের বাজারের নাগাল সীমিত করে।

উদাহরণ: দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলি নিয়ন্ত্রক প্রতিবন্ধকতা সচেতনতার অভাব এবং পণ্যের পরিসর এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

প্রশ্ন-47। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা কি?
অথবা,বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত বৃদ্ধির কারণগুলো কী? BPE-98th

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা রয়েছে:

1. **ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা :** প্রধানত মুসলিম জনসংখ্যার সাথে শরীয়াহ -সম্মত আর্থিক পরিষেবাগুলির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে।
2. **সরকারী সহায়তা** : বাংলাদেশ সরকার ইসলামী ব্যাংকিং উদ্যোগকে সমর্থন করে প্রবৃদ্ধির জন্য একটি অনুকূল নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করে।
3. **সচেতনতা বৃদ্ধি** : আরও বেশি মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং নীতি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং নৈতিক আর্থিক বিকল্প খুঁজতে চাহিদা চালনা করছে।
4. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা** : বাংলাদেশের স্থিতিশীল অর্থনীতি ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে।
5. **অবকাঠামো উন্নয়ন :** চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য যথেষ্ট অর্থায়নের প্রয়োজন, ইসলামী ব্যাংকগুলির জন্য শরীয়াহ -সম্মত অর্থায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ উপস্থাপন করে।
6. **উদ্ভাবন** : ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে ক্রমাগত উদ্ভাবন আরও গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এবং সেক্টরের বৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করছে।

উদাহরণ: সরকারী সহায়তা, ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সহ, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-48। আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সম্পদ বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? আপনার মতামত দিন [BPE-96th, BPE-98th]।

হ্যাঁ, বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সম্পদ বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা বিভিন্ন উপায়ে এই বৃদ্ধিতে অবদান রাখে:

1. **বৈচিত্র্যকরণ** : ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহ -সম্মত আর্থিক পণ্য অফার করে, বাজারকে বৈচিত্র্যময় করে এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে যারা নৈতিক ব্যাংকিং সমাধান পছন্দ করে।
2. **বর্ধিত প্রতিযোগিতা** : ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করতে অনুপ্রাণিত করে যা সামগ্রিক সেক্টরের বৃদ্ধিকে সাহয়তা করে।

3. **বাজার সম্প্রসারণ** : ইসলামিক ব্যাংকগুলি জনসংখ্যার পূর্বে অনুন্নত অংশগুলিতে ট্যাপ করে ব্যাংকিং পরিষেবাগুলির সামগ্রিক বাজারকে প্রসারিত করে।
4. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** : ইসলামী ব্যাংকগুলি এমন ব্যক্তিদের ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে যারা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসথা থেকে বাদ পড়েছেন যার ফলে সেক্টরের সামগ্রিক সম্পদের ভিত্তি বৃদ্ধি পায়।
5. **অবকাঠামোতে বিনিয়োগ** : ইসলামী ব্যাংক অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়নে অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং সেক্টরের সম্পদ বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ: বৈচিত্র্যকরণ, বর্ধিত প্রতিযোগিতা, বাজার সম্প্রসারণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সম্পদের বৃদ্ধিতে ইসলামি ব্যাংকগুলি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-49। কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ব্যাংকিং পরিষেবাগুলি বর্ণনা করুন যা একটি সাধারণ ইসলামী ব্যাংক করে।
অথবা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে, সেগুলো উল্লেখ করুন। BPE-97th.

ইসলামী ব্যাংকগুলো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে:

1. **ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল)** : ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যক্তি ও ব্যবসার জন্য শরিয়াহ -সম্মত বীমা পণ্য সরবরাহ করা।
2. **ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড :** শরিয়াহ -অনুযায়ী ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া , ক্লায়েন্টদের নৈতিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়।
3. **ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস** : সুকুক (ইসলামিক বন্ড) এবং ইক্যুইটির মতো শরীয়াহ -সম্মত সিকিউরিটিজের ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদান করে।
4. **ইসলামিক এস্টেট প্ল্যানিং** : ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন এবং নীতি অনুসারে তাদের এস্টেট গঠনে গ্রাহকদের সহায়তা করে।
5. **ইসলামিক আর্থিক পরামর্শ** : সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অবসর পরিকল্পনা সহ ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে।
6. **ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণ :** শরিয়াহ নির্দেশিকা অনুসরণ করে উদ্যোক্তা এবং ছোট ব্যবসায়িকদের ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করে।

উদাহরণ: ব্যাংকিং পরিষেবা ছাড়াও, ইসলামী ব্যাংকগুলি তাকাফুল, বিনিয়োগ তহবিল, পুঁজিবাজার পরিষেবা, এস্টেট পরিকল্পনা, আর্থিক পরামর্শ এবং ক্ষুদ্রঋণের মতো নন-ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে।

Q-50. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? BPE-98th.

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

1. **অন্তর্নিহিত মূল্য:** মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্য থাকতে হবে, যা সাধারণত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মতো পণ্যে প্রকাশিত হয়।
2. **বিনিময় মাধ্যম:** এটি অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য এবং লেনদেন সহজ করে।
3. **মূল্য সংরক্ষণ:** সময়ের সাথে সাথে এর মূল্য ধরে রাখে, যা সঞ্চয় এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য উপযোগী।
4. **মূল্য পরিমাপ:** এটি পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি মান সরবরাহ করে।
5. **রিবা নিষিদ্ধকরণ:** মুদ্রা নিজে থেকেই সুদ (রিবা) উৎপন্ন করতে পারবে না।
6. **জল্পনার (স্পেকুলেশন) পরিহার:** মুদ্রা জল্পনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়, যা অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক।

Q-51. ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ নিষিদ্ধ কিন্তু বাণিজ্য বৈধ—বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th.

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু শরিয়াহ আইনের অধীনে বাণিজ্য বৈধ। এর মূল নীতি হলো, অর্থ শুধুমাত্র ঋণের উপর সুদ অর্জন করে আরও অর্থ উৎপন্ন করতে পারে না। বরং, মুনাফা আসা উচিত বৈধ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ থেকে। কুরআন স্পষ্টভাবে রিবাকে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছে, যা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকি এবং পুরস্কার ভাগাভাগি করার একটি পদ্ধতি নির্দেশ করে।

বাণিজ্যে মুনাফা অর্জিত হয় পণ্য বা সেবা বিক্রি করার মাধ্যমে, যেখানে ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। এতে প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং মূল্য সৃষ্টির বিষয় জড়িত থাকে। বিপরীতে, সুদ অর্থ থেকে অর্থ উপার্জন করে, যেখানে কোনও উৎপাদনশীল কার্যকলাপ থাকে না। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাই সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগে নিযুক্ত হয়। তারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে, মুদারাবা এবং মুশারাকা মতো মুনাফা ভাগাভাগির মডেলের মাধ্যমে অর্থায়ন প্রদান করে এবং ইজারা (লিজিং) এর অধীনে সম্পদ ইজারা দেয়, যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

MetaMentorCenter

Q-52. শরিয়াহ-অননুমোদিত পণ্য ও সেবাসমূহের তালিকা তৈরি করুন। BPE-97th

শরিয়াহ-অননুমোদিত পণ্য ও সেবাসমূহ হলো সেগুলি যা ইসলামী নীতিমালা লঙ্ঘন করে। এর কয়েকটি মূল উদাহরণ:

1. **সুদভিত্তিক ঋণ:** যেকোনো আর্থিক লেনদেনে সুদের (রিবা) সংমিশ্রণ ইসলামে নিষিদ্ধ।
2. **প্রচলিত বীমা:** প্রচলিত বীমা অনিশ্চয়তা (ঘারার) এবং জুয়ার (মাইসির) উপাদান ধারণ করে, যা শরিয়াহ অনুযায়ী অনুমোদিত নয়।
3. **মদ্যপান এবং তামাকজাত পণ্য:** মদ্যপান এবং তামাকজাত পণ্য উৎপাদন বা বিক্রি করে এমন ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ।
4. **জুয়া:** যেকোনো ধরনের জুয়া বা বাজি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
5. **শূকরের মাংসের পণ্য:** শূকরের মাংস বা শূকরের মাংস সংক্রান্ত পণ্যগুলিতে বিনিয়োগের অনুমতি নেই।
6. **জল্পনামূলক লেনদেন:** উচ্চ ঝুঁকির জল্পনামূলক বাণিজ্য, যেমন ডেরিভেটিভ এবং ফিউচারস, শরিয়াহ অনুযায়ী অনুমোদিত নয়। শরিয়াহ আইন মেনে চলার জন্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের পণ্য ও সেবা এড়িয়ে চলে।

Q-53. "ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ"—এই নিয়মের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। BPE-97th

"ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ" এই নিয়ম ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। এর গুরুত্ব হলো:

1. **নৈতিক লেনদেন:** সুদ নিষিদ্ধ করে সকল আর্থিক লেনদেন ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য হওয়া নিশ্চিত করা হয়, যাতে কারও শোষণ না ঘটে।
2. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** সুদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রিটার্ন অর্জনের পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিং মুনাফা ও ক্ষতি ভাগাভাগির প্রচার করে, যাতে উভয় পক্ষ ঝুঁকি ও পুরস্কার ভাগ করে নিতে পারে।
3. **অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার:** এটি সুদভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ কেন্দ্রীকরণ রোধ করে, ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টনকে উৎসাহিত করে।
4. **বাস্তব অর্থনীতির উপর গুরুত্ব:** ইসলামী ব্যাংকগুলো বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সম্পদের বিনিয়োগে মনোযোগ দেয়, যা টেকসই বৃদ্ধিতে সহায়ক।
5. **সামাজিক কল্যাণ:** তহবিলগুলি বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষির মতো উৎপাদনশীল উদ্যোগে নির্দেশিত হয়, যা সমাজের কল্যাণে সহায়ক। এই নিয়ম ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, যা নৈতিক, ন্যায়সঙ্গত এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল আর্থিক চর্চা নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

সংক্ষিপ্ত টীকা-

প্রশ্ন - 01. রিবা. BPE-97th

রিবা , ইসলামী অর্থে, সুদ বা সুদ নিষিদ্ধ করাকে বোঝায়। এটি শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয় কারণ এটি উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে অর্থ থেকে মুনাফা অর্জন করে। এই ধারণাটি আর্থিক লেনদেনে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের ইসলামী নীতির গভীরে প্রোথিত। অর্থনৈতিক ন্যায্যতা এবং নৈতিক আচরণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে কুরআন একাধিক আয়াতে রিবাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সহজ ভাষায়, রিবা অর্থ উপার্জন করা বা ঋণের সুদ পরিশোধ করা। ইসলামিক ফাইন্যান্সের লক্ষ্য সুদ ধার্য করার পরিবর্তে নৈতিক বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি ভাগাভাগির মাধ্যমে মুনাফা উন্নীত করা। রিবা নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে , ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় যা সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন - 02. রিবা আল- ফাদল

রিবা আল- ফাদল হল একটি নির্দিষ্ট ধরণের রিবা যা একই ধরণের পণ্যের অসম বিনিময়ের নিষেধাজ্ঞাকে বোঝায়। ইসলামিক ফাইন্যান্সে, এটি স্পট লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘটে যেখানে অভিন্ন পণ্য বিনিময় করা হয়, কিন্তু একটি পক্ষ অতিরিক্ত পরিমাণ পায়। এই বাড়াবাড়িটি অন্যায্য এবং শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয়, যা অসম বাণিজ্য অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করে। ইসলামী নীতিগুলি ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যের পক্ষে সমর্থন করে যেখানে ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সমান মূল্যে পণ্য বিনিময় করা হয়। রিবা আল- ফাদল নিশ্চিত করে যে লেনদেনগুলি নৈতিকভাবে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়, ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা এবং সামাজিক কল্যাণের প্রচার করে। রিবা আল- ফাদল নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে , ইসলামী অর্থের লক্ষ্য হল সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেনে ন্যায্যতা এবং সততার নীতিগুলিকে সমুন্নত রাখা।

প্রশ্ন - 03. রিবা আন- নাসিয়া

রিবা আন- নাসিয়া রিবার আরেকটি রূপ ঋণের লেনদেনের অতিরিক্ত বা বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞাকে বোঝায়। এটি ঘটে যখন একটি ঋণদাতা ঋণের পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এই অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণটি অন্যায় এবং শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয় কারণ এটি ঋণগ্রহীতার আর্থিক দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঋণ দেওয়ার পদ্ধতিতে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে রিবা আন- নাসিয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম আর্থিক লাভের জন্য তাদের শোষণ না করে অভাবীদের সাহায্য করার ধারণাকে প্রচার করে। রিবা আন- নাসিয়া নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামী অর্থ সমাজের সকল সদস্যের জন্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক কল্যাণকে উন্নীত করে এমন নৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করে একটি আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চায়।

প্রশ্ন - 04. কমান্ড ইকোনমিক সিস্টেম

একটি কমান্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি হিসাবেও পরিচিত এটি এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সরকার বা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে উৎপাদন, বন্টন এবং সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে। একটি কমান্ড অর্থনীতিতে, সরকার উৎপাদনের উপায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কী পণ্য এবং পরিষেবাগুলি উৎপাদিত হবে কতটা উৎপাদিত হবে এবং কী দামে সেগুলি বিক্রি করা হবে তা নির্ধারণ করে। দাম, মজুরি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলগুলি প্রায়শই বাজার শক্তি দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতীতে কমান্ড অর্থনীতি বেশি প্রচলিত ছিল বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট মতাদর্শ অনুসরণকারী দেশগুলিতে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মাওবাদী চীন। যদিও কমান্ড অর্থনীতি স্থিতিশীলতা এবং দিকনির্দেশ প্রদান করতে পারে, তারা প্রায়শই বাজার অর্থনীতির সাথে যুক্ত দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের অভাব করে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, অনেক দেশ কঠোর কমান্ড অর্থনীতি থেকে দূরে সরে গেছে আরও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে যা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং বাজার প্রক্রিয়া উভয়ের উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন - 05. যাকাত

যাকাত একটি বাধ্যতামূলক দান এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এটি এক ধরনের সম্পদ কর যা মুসলমানদের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করতে এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণে সহায়তা করতে দিতে হয়। জাকাত সাধারণত একজন মুসলমানের সম্পদ এবং আয়ের শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়, ইসলামী আইনে বর্ণিত যোগ্যতা এবং বন্টনের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ডের সাথে। এটি সম্পদের পুনর্বন্টন এবং সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। জাকাতের তহবিল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে দরিদ্র ও অভাবীদের সহায়তা প্রদান, শিক্ষামূলক উদ্যোগকে সমর্থন করা এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়। যাকাত প্রদান করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং নিজের সম্পদকে পবিত্র করার একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ ও কল্যাণে অবদান রাখে।

প্রশ্ন - 06. ফিতরা

ফিতরা হল ইসলামের পবিত্র রমজান মাসে মুসলমানদের দ্বারা প্রদত্ত একটি দাতব্য দান। এটা সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এর উদ্দেশ্য হল একজনের রোজা শুদ্ধ করা এবং দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করা। ফিতরা সাধারণত ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে দেওয়া হয় যা রমজানের শেষের দিকে চিহ্নিত করে । স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য আইটেমের মূল্যের উপর ভিত্তি করে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং সবাই যাতে ঈদের উৎসবে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করা। ফিতরার বন্টন সাধারণত মসজিদ বা দাতব্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় যারা তহবিল ব্যবহার করে অভাবীদের খাদ্য বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করে। ফিতরা প্রদান একটি পুণ্যময় কাজ এবং রমজান মাসে ক্ষমা ও বরকত চাওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন - 07. নিসাব

নিসাব হল সম্পদ বা সম্পদের ন্যূনতম থ্রেশহোল্ড যা একজন মুসলিমকে যাকাত দিতে বাধ্য হওয়ার আগে অবশ্যই থাকতে হবে। এটি যাকাতের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে এবং নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যেমন সোনা, রৌপ্য এবং কৃষি পণ্য। নিসাব থ্রেশহোল্ড নিশ্চিত করে যে জাকাত শুধুমাত্র তাদের জন্য বাধ্যতামূলক যারা একটি নির্দিষ্ট স্তরের সম্পদের অধিকারী, যারা প্রকৃত প্রয়োজনে বা যাদের কাছে কেবলমাত্র ন্যূনতম সম্পদ রয়েছে তাদের অব্যাহতি প্রদান করে । অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার মতো কারণের উপর নির্ভর করে নিসাবের নির্দিষ্ট মান পরিবর্তিত হতে পারে। মুসলমানদের জাকাত দিতে হবে যদি তাদের সম্পদ নিসাবের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তারা এটি একটি পূর্ণ চান্দ্র বছর ধরে রাখে। নিসাব হল ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য যাকাতের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন - 08. হেবা

হিবা, ইসলামী আইনে, বিনিময়ে কিছু আশা না করে উপহার বা দান করার কাজকে বোঝায়। এটি উদারতা, উদারতা বা স্নেহ থেকে একজনের কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সম্পত্তি বা সম্পদের স্বেচ্ছায় হস্তান্তর। হিবা নগদ, সম্পদ, বা দ্রব্য সহ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে এবং যেকোনো বৈধ উদ্দেশ্যে দেওয়া যেতে পারে। ক্রয় বা বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত লেনদেনের বিপরীতে, হিবার প্রাপকের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্মতি বা বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। এটি ইসলামে একটি পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হয় এবং এটিকে সদিচ্ছা বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা হয়। যাইহোক, হিবা অবশ্যই স্বেচ্ছায় এবং জবরদস্তি ছাড়াই দিতে হবে এবং দাতার দান করার আইনগত ক্ষমতা থাকতে হবে। হিবা ইসলামিক ফাইন্যান্স এবং দাতব্য প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ব্যক্তিদের অন্যদের সমর্থন করার এবং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার একটি উপায় প্রদান করে।

প্রশ্ন - 09. লাভ

লাভ অর্থনৈতিক পরিভাষায় রাজস্ব থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে ব্যবসা বা ব্যক্তি দ্বারা অর্জিত আর্থিক লাভকে বোঝায়। এটি ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সাফল্য এবং কার্যকারিতার একটি মূল সূচক এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। মুনাফা ব্যবসাগুলিকে তাদের ক্রিয়াকলাপে পুনঃবিনিয়োগ করতে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে এবং বিনিয়োগকারী, কর্মচারী এবং শেয়ারহোল্ডারদের সহ স্টেকহোল্ডারদের পুরস্কৃত করতে দেয়। ইসলামী ফাইন্যান্সে নৈতিক বিনিয়োগ এবং শরিয়াহ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা উৎপন্ন হয়। ইসলাম ব্যবসায়িক অনুশীলনে ন্যায্যতা স্বচ্ছতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে আইনসম্মত উপায়ে উদ্যোক্তা এবং সম্পদ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে। লাভকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বৈধ এবং কাঙ্খিত ফলাফল হিসাবে দেখা হয়, যদি তা হালাল (অনুমতিপ্রাপ্ত) উপায়ে অর্জিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপকারে ব্যবহৃত হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন - 10. সুদ

সুদ অর্থের ক্ষেত্রে, ধার করা অর্থ ব্যবহারের জন্য একটি ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে নেওয়া ফি কে বোঝায় সাধারণত মূল পরিমাণের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় ধার দেওয়া এবং ধার নেওয়ার লেনদেনের একটি সাধারণ উপাদান যেখানে ঋণদাতারা ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ থেকে আয় করে। যাইহোক, রিবা (সুদ) এর সাথে যুক্ত থাকার কারণে ইসলামী অর্থে সুদ নিষিদ্ধ যা ইসলামী আইনে অনৈতিক এবং শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয়। ঋণের উপর সুদ ধার্য করার পরিবর্তে ইসলামিক ফাইন্যান্স বিনিয়োগকারীদের এবং ঋণদাতাদের জন্য রিটার্ন জেনারেট করার জন্য লাভ-বন্টন ব্যবস্থা ঝুঁকি-বন্টন অংশীদারিত্ব এবং সম্পদ-সমর্থিত অর্থায়নের উপর নির্ভর করে। সুদ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামী ফাইন্যান্সের লক্ষ্য আর্থিক লেনদেনে ন্যায্যতা, ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে উন্নীত করা, যেখানে আইনসম্মত উপায়ে নৈতিক বিনিয়োগ এবং সম্পদ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা।

প্রশ্ন - 11. কাফালাহ

কাফালাহ হল ইসলামী আইনের একটি ধারণা যা একটি পক্ষের (কাফিল) দ্বারা অন্য পক্ষের (মুকাল্লাফ) বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতার জন্য প্রদত্ত গ্যারান্টি বা জামিনকে বোঝায়। এটি প্রায়শই আর্থিক লেনদেন, চুক্তি এবং আইনি চুক্তিতে দায়বদ্ধতা এবং অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। কাফালাহ ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং সংহতির নীতির উপর ভিত্তি করে যেখানে ব্যক্তিরা একে অপরের কল্যাণ ও কল্যাণের দায়িত্ব নেয়। মুকাল্লাফের চুক্তিগত বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা কফিল ডিফল্ট বা অকার্যকর অবস্থায় গ্রহণ করে । কাফালাহকে ইসলামে একটি পুণ্যময় কাজ বলে মনে করা হয় এবং সম্প্রদায়ের সহকর্মী সদস্যদের সমর্থন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও স্থিতিশীলতা প্রচারের একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা হয়। এটি অন্তর্ভুক্ত সকল পক্ষের জন্য ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী আইনশাস্ত্রে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন - 12. কাফিল

কাফিল হল সেই গ্যারান্টার বা জামিনদারকে বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ যিনি ইসলামী আইনে অন্য পক্ষের দায় বা দায়বদ্ধতার জন্য কাফালা (গ্যারান্টি) প্রদান করেন। মুকাল্লাফের চুক্তিগত বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দায়িত্ব কাফিল (যে পক্ষের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে) ডিফল্ট বা অ-পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন, চুক্তি এবং আইনি চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কাফিলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাফিল সাধারণত এমন একজন যিনি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং বিশ্বস্ত গ্যারান্টার হিসাবে তারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা পূরণ করতে সক্ষম । ইসলাম ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ের সহকর্মী সদস্যদের সমর্থন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতি প্রচারের উপায় হিসাবে কাফিল হিসাবে কাজ করতে উৎসাহিত করে। কাফিল ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং দায়িত্ব পালনে, সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও কল্যাণে অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

প্রশ্ন - 13. গ্যারান্টি

একটি গ্যারান্টি হল একটি চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে একটি পক্ষ (জামিনদার) ডিফল্ট বা অ-কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্য পক্ষের (দেনাদার) বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতার দায় নিতে সম্মত হয়। গ্যারান্টিগুলি সাধারণত বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন, চুক্তি এবং আইনি চুক্তিতে ব্যবহার করা হয় যাতে ঋণদাতা এবং প্রতিপক্ষকে নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। গ্যারান্টারকে দেনাদারের বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে হতে পারে যেমন ঋণ পরিশোধ করা একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করা বা চুক্তিভিত্তিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা যদি দেনাদার তা করতে ব্যর্থ হয়। লেনদেনের প্রকৃতি এবং অন্তর্ভুক্ত পক্ষগুলির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, কর্পোরেট গ্যারান্টি এবং ব্যাংক গ্যারান্টি সহ গ্যারান্টিগুলি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। ইসলামিক ফাইন্যান্সে, সমস্ত পক্ষের জন্য ন্যায্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী আইনশাস্ত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতি দ্বারা গ্যারান্টিগুলি পরিচালিত হয়। ইসলাম ব্যক্তিদের তাদের চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে এবং তাদের প্রতিশ্রুতিগুলোকে সম্মান করতে উৎসাহিত করে তা জামিনদার বা ঋণদাতা হিসেবেই হোক না কেন সমাজে বিশ্বাস সততা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে।

প্রশ্ন - 14. নগদ ওয়াকফ

নগদ ওয়াকফ হল ইসলামিক ফাইন্যান্সে দাতব্য এনডোমেন্টের একটি রূপ যেখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাতব্য কারণ এবং সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য নগদ বা তরল সম্পদ দান করে। প্রথাগত ওয়াকেফের বিপরীতে যেটিতে সাধারণত রিয়েল এস্টেট বা সম্পত্তি দান করা অন্তর্ভুক্ত থাকে নগদ ওয়াকফ দাতাদের অর্থ বা আর্থিক সম্পদ প্রদানের অনুমতি দেয় যা দাতব্য উদ্দেশ্যে আয়ের জন্য বিনিয়োগ বা ব্যবহার করা হয়। নগদ ওয়াকফ বিনিয়োগ থেকে উৎপন্ন আয় সাধারণত শিক্ষামূলক উদ্যোগ, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং অন্যান্য সম্প্রদায় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নে ব্যবহৃত হয়। নগদ ওয়াকফ ব্যক্তিদের দাতব্য কাজে অবদান রাখার নমনীয় এবং অ্যাক্সেসযোগ্য উপায় সরবরাহ করে, যা তাদের মূল্যবোধ এবং অগ্রাধিকারের সাথে সারিবদ্ধ উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার অনুমতি দেয়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শরীয়াহ নীতির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এটি ইসলামী আইনে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশিকা দ্বারা পরিচালিত হয়। নগদ ওয়াকফ ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনহিতৈষী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন - 15. কোয়ার্ড

কোয়ার্ড যাকে কর্দ আল-হাসান নামেও পরিচিত একটি সুদ-মুক্ত ঋণ যা ইসলামিক অর্থায়নে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রদান করে। এটি ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে দানশীলতা এবং পারস্পরিক সহায়তার নীতির উপর ভিত্তি করে যেখানে ব্যক্তিরা বিনিময়ে কোনো সুদ বা লাভের আশা না করেই প্রয়োজনে অন্যদের সাহায্য করার জন্য অর্থ ধার দেয়। কোয়ার্ডকে ইসলামে একটি পুণ্যময় কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং আর্থিক অসুবিধা বা অসুবিধার সম্মুখীন ব্যক্তিদের সমর্থন করার একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা হয়। ঋণগ্রহীতা পরবর্তী কোনো তারিখে সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে বাধ্য কিন্তু কোনো অতিরিক্ত সুদ বা চার্জ ছাড়াই। কোয়ার্ড ইসলামী সমাজের মধ্যে সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ব্যক্তিদের সুদ-ভিত্তিক ঋণের আশ্রয় না নিয়ে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তহবিল অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয়, যা ইসলামী অর্থায়নে নিষিদ্ধ। ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং শরীয়াহ নীতির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করতে ইসলামিক আইনশাস্ত্রে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশিকা দ্বারা কোয়ার্ড পরিচালিত হয়।

Chapter End

For order visit: www.metamentorcenter.com or

SMS WhatsApp: 01917298482

MetaMentor Center